দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

22

সমস্যায় জর্জরিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও ছাত্রাবাস

বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল। নানা সমস্যায় জর্জরিত সেই ঐতিহ্যবাহী মেডিক্যাল কলেজটি। যেখানে প্রতি বছর উজ্জ্বল উজ্জ্বল মুখের সমাবেশ ঘটে,

সেখানে কেন নানা সমস্যা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পরেই স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের অবস্থান। কিন্তু কেন এই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বঞ্চিত সেই সুযোগ-সুবিধা থেকে যা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ অথবা অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে আছে।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে প্রথম সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ছাত্রাবাস সমস্যা। ছাত্রাবাসের সিটসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। ছাত্রাবাসের সিটসংখ্যা প্রায় ৩৫০টির মতো কিন্তু সেখানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৯০০ জন। প্রতি রুমে থাকতে হয় কমপক্ষে ৮ জন করে। অধিকাংশ রুমে কোন ফার্নিচার নেই। অনেককেই দেখা যায় মাদুর বিছিয়ে থাকতে। কিন্তু প্রশ্ন শুধু একটাই, কি জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের এই অবস্থা। ঢাকা মেডিক্যালের মতো স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজেও এইচএসসি পাসের পর একই প্রশ্নের পরীক্ষার প্রতিযোগিতা করে ভর্তি হতে হয়। কিন্তু সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোন প্রতিযোগিতা হয়নি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আনাগোনা প্রায়ই এই মেডিক্যাল কলেজে দেখা যায়। তাঁদেরকে প্রতিবারই এই সমস্যার কথা স্মরণ করানো হয়। কিন্তু কেন এই সমস্যার সমাধান হয় না। আমরা প্রায়ই শুনি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী মহোদয় তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মুখে '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'। কিন্তু কিভাবে সমাধান হবে এটির। যারা এই সমস্যার সমাধান করবে তথা চিকিৎসকরা যদি স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে তবে এটা কিভাবে সম্ভব। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল ছাত্রাবাসে নেই কোন লেখাপড়ার পরিবেশ। এই অবস্থা চলতে থাকলে মন্ত্রীদের শ্লোগান ব্যর্থ হবে। শ্লোগানের স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হবে স্বধীন বাংলার ১২ কোটি মানুষ।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে আছে একটি কমন রুম। কিন্তু কমন রুমে নেই কোন ফার্নিচার। আছে শুধু ৩টি মাত্র টেবিল। এই টেবিলের উপরই চলে কমন রুমের সমস্ত কাজ-কর্ম। হোস্টেলে আছে একটি ক্যান্টিন ও ডাইনিং। কিন্তু তা এত ছোট যে, মাঝে মাঝে ছাত্রদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। ক্যান্টিনের রান্না করার কোন জায়গা নেই। ক্যান্টিনের পাশের টিনের ছাউনির নিচে নোংরা পরিবেশে রান্না করা হয়। হোস্টেলে পানি সরবরাহ খুবই কম। যেটুকু পাওয়া যায় তাহা দূষিত হওয়ার ফলে অধিকাংশ ছাত্ররা জন্ডিসে আক্রান্ত হয়।

শিক্ষকের অপ্রতুলতার সমস্যা এই কলেজে খুব বেশী। একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে যত শিক্ষকের দরকার তা এই মেডিক্যাল কলেজে নেই। এখানে নেই একটি কলেজ কমন রুম, নেই কলেজ অডিটরিয়াম। এখানে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হলে তা করতে হয় লেকচার গ্যালারিতে নির্ধারিত ক্লাস বন্ধ করে। কলেজে আছে একটি লাইব্রেরী কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এখানে শুধু সেই প্রবাহ কাজে লাগে, "নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল।" কিন্তু কেন এই অবস্থা রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের। হাসপাতালটিতে নেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক শয্যা। নেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক যন্ত্রপাতি। এমনকি মুমূর্ষু রোগীদের মেঝেতে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে হয়, মৃত্যুর প্রহর গুণতে হয় প্রতিনিয়ত। আধুনিক চিকিৎসা জগতে কি দেখছে বাংলাদেশ। তাই আজ মনে হয় আধুনিক চিকিৎসা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত। বঞ্চিত স্বাধীন বাংলার ভাগ্যাহত নারী-পুরুষ।

তাই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত অনুরোধ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের এই সমস্যাগুলো সমাধান করে ১২০০-১৩০০ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে আলো জ্বালিয়ে দিন এবং সেই শ্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিয়ে দেন যা ভাগ্যাহত বাংলার ১২ কোটি মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন আনতে পারে। সবার মুখে উচ্চারিত হোক, "সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য শিক্ষা, বাসস্থান, মাদক দ্রব্যমুক্ত বিশ্ব, বাসের উপযোগী বাংলা।" নইলে ব্যর্থ হবে রাষ্ট্রপতির বাণী, ব্যর্থ হবে প্রধানমন্ত্রীর বাণী, ব্যর্থ হবে সব ধরনের সেমিনার।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের সমস্যাগুলো সমাধান এবং কলেজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে পারলে মনে হয়, কলেজটি এশিয়া মহাদেশের ভালো কলেজগুলোর অন্যতম হিসাবে খ্যাতি পেতে পারে।

আগামী ৩১ জুলাই কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের ছাত্র রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচন। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ সদস্যরা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে– এই আশা সব ছাত্রেরই।

তবিবুর রহমান